আর্থিক লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, বুধবার, ১০ জানুয়ারি, ২০১৮
Port Blair, Wednesday, January 10, 2018
Arthik lipi, Page 3

সাতসকালেই শুটআউট, খুন প্রোমোটার

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কড়েয়া ● অভিযুক্তর বাড়ি ভাঙচুর

ফজরুল রহমান

স্টাফ রিপোর্টার: সাতসকালেই গুলি। আর সেই গুলিতেই প্রাণ হারালেন এক প্রোমোটার। মৃতের নাম আতিকুর ওরফে ফজরুল রহমান।

মঙ্গলবার সকালে কড়েয়ার ব্রাইট স্ট্রিটে বাড়ির সামনে প্রোমোটার আতিকুরকে গুলি করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় কড়েয়া এলাকায়। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে আতিকুলের প্রতিবেশী ভোলা ওরফে শেখ ইদ্রিশের। পেশায় সেও প্রোমোটার। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ঝামেলার জেরেই ভোলা আতিকুলকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করে বলে অভিযোগ। প্রোমোটিং বিবাদেই এই খুন বলে অভিযোগ আতিকুলের পরিবারের। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কড়েয়ার ব্রাইট স্ট্রিট। অভিযুক্তর বাড়িতে ভাঙচুর চালায় স্থানীয়রা। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ পুলিশের জালে ধরা পড়ে অভিযুক্ত ভোলা। মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তাকে পাকড়াও করা হয়।

জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৮টা নাগাদ যখন ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাড়ির সামনে ফজরুল রহমান দাঁড়িয়ে

ছিলেন সেই সময় সেখানে এসে হাজির হয় ভোলা। তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হতেই সেখানে ছুটে আসেন ফজরুল রহমানের বোন ও ভগ্নিপতি। সেই বচসা থামানোর চেষ্টাও করেন দু'জন। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুব কাছ থেকে ফজরুল রহমানকে গুলি করে বসে ভোলা। ঘটনার পরেই সেখান থেকে চম্পট দেয় ভোলা। রক্তাক্ত অবস্থায় ফজরুলকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ফজরুলকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতের বোনের কথায়, ভোলা বাড়ির সামনে এসে দাদার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। কথা কাটাকাটি শুরু হওয়ায় আমরা ছুটে আসি। আরও অনেকেই এসে হাজির হয়। কিন্তু কোনও মতেই কথা কাটাকাটি থামানো যায়নি। এরই মধ্যে গুলি করে ভোলা। ফজরুল রহমানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই অভিযুক্ত ভোলার বাড়িতে চড়াও হয় উত্তেজিত জনতা। তার বাড়িতে চলে ভাঙচুর। গাঁইতি, শাবল দিয়ে ভোলার অফিস ভাঙচুর করা হয়। ছুঁড়ে ফেলা হয় কাগজপত্র ও আসবাব। তাতে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনায় ব্রাইট স্ট্রিটে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুলিশের শীর্ষ কর্তারাও। ঘটনার পরেই অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি অভিযানে নামে পুলিশ। তবে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের আশ্বাস, ' দুষ্কৃতীরা শাস্তি পাবেই। আমাদের পুলিশ খুব সক্রিয়। পুলিশ তার কাজ করবে।' তাঁর আরও সংযোজন, 'দুষ্কৃতীরা থাকে, কিন্তু আমাদের প্রশাসন খুব কার্যকরী। এগুলো আটকানো যাবে। দুষ্কৃতীরা গ্রেফতার হবে। তাদের আদালতে পেশ করা হবে।'

ইতিমধ্যেই ভোলার বাড়ি ও তার অফিস সিল করে দিয়েছে পুলিশ। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় একাধিক অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল ভোলা। এর জন্য তাকে জেলেও যেতে হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর এলাকায় প্রোমোটিং ব্যবসা শুরু করে সে।

এলাকার একটি জায়গা নিয়েই ফজরুলের সঙ্গে তার ঝামেলার সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। একসময় তাদের মধ্যে সম্পর্কও ছিল। কিন্তু জমির ভাগ নিয়ে দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতিও হয়। জানা গিয়েছে, ১৬এক্স/৩ ব্রাইট স্ট্রিটে একটি ৩০ বর্গফুটের জমি রয়েছে।

সেখানে বেআইনি নির্মাণকাজও হচ্ছে। সেই জমি নিয়েই দু'জনের মধ্যে বিবাদ। এই জমি কার দখলে থাকবে, তা নিয়েই এই ঘটনা বলে জানা গিয়েছে। সোমবার রাতেও এই জমি নিয়ে ফজরুলের সঙ্গে ভোলার ঝামেলা হয়। প্রোমোটিং দৌরাত্ম্যের জেরেই যে এই বিপত্তি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তার হদিশ পেতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিন ঘটনাস্থলে যায় পুলিশের আধিকারিকরা। গোটা ঘটনার গভীরে পৌঁছাতে তদন্ত চালাচ্ছে লালবাজারের গোয়েন্দা শাখা। তদন্তে কাজ করছেন গুণ্ডা দমন শাখার আধিকারিকরাও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ফজরুল রহমানকে গুলি করার পর ঘটনাস্থল থেকে হেঁটে হেঁটেই চম্পট দেয় ভোলা। অলি গলি ঘুরে মেন রোডে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে গা-ঢাকা দেয় অভিযুক্ত এই প্রোমোটর। তারপর থেকে বেপাত্তা সে। তবে, মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়ে ভোলা।

স্কুলে সিসিটিভি বাধ্যতামূলক নয় : পার্থ

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের রিপোর্ট নেবে শিক্ষা দফতর

স্টাফ রিপোর্টার: একের পর এক স্কুলে যৌন নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই স্কুলগুলিতে সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শিক্ষা দফতর। একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও। তবে আপাতত খানিকটা পিছু হটল শিক্ষা দফতর। প্রাথমিকভাবে স্কুলগুলিতে সিসিটিভি বাধ্যতামূলক নয় বলে মঙ্গলবার জানিয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি এবার থেকে রাজ্যের স্কুলগুলি সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর শিক্ষা দফতরে পাঠানোও বাধ্যতামূলক করছে শিক্ষা দফতর। এদিন নবান্নে তিনি বলেন,'স্কুলে সিসিটিভি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না। আমাদের মূল লক্ষ্য শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন করা। গ্রামাঞ্চলে বহু স্কুল রয়েছে। যেগুলির আরও মানোন্নয়ন জরুরি।' এই সিদ্ধান্তের ফলে স্কুলে সিসিটিভির ব্যবস্থা আর বাধ্যতামূলক থাকছে না। তবে কোনও স্কুল যদি নিজের উদ্যোগে এই ব্যবস্থা নেয়, সেক্ষেত্রে শিক্ষা দফতরের কোনও আপত্তি নেই বলেও মঙ্গলবার জানিয়ে দেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য,'আমরা বাধ্যতামূলক না করলেও, কোনও স্কুল যদি নিজেরা উদ্যোগী হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

প্রথমে জিডি বিড়লা ও পরে এমপি বিড়লা স্কুলে পরপর যৌন নিগ্রহের ঘটনায় নড়েচড়ে

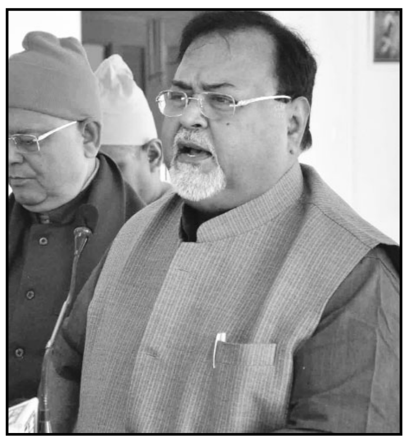

বসে স্কুল শিক্ষা দফতর। পাশাপাশি স্কুলে সিসিটিভি বসানোর দাবি ওঠে অভিভাবকদের তরফেও। তড়িঘড়ি রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে একটি নির্দেশিকা জারি করে স্কুল শিক্ষা দফতর। সেই নির্দেশিকায় জানানো হয়, 'ছাত্রীদের স্কুলবাসে মহিলা অ্যাটেনডেন্ট রাখতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচাগার ছাড়াও স্কুলে সিসিটিভি লাগাতে হবে।' তবে এই নির্দেশিকার পর থেকে আর স্কুলে সিসিটিভি বাধ্যতামূলক থাকল না। পাশাপাশি কলেজ-বিশ্ব বিদ্যালয়ে সিসিটিভি লাগানোর বিষয় নিয়েও এদিন নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে দেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেন,'তবে স্কুলে সিসিটিভি বাধ্যতামূলক না হলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসাতেই হবে, তবে কলেজে সিসিটিভি বসানোর বিষয় ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে।' এবার থেকে রাজ্যের স্কুলগুলি সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে ঠিক কী ধরনের খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তা নিয়ে এবার রিপোর্ট নেবে শিক্ষা দফতর। ইতিমধ্যেই এই মর্মে কমিশনার অফ স্কুলের তরফে জেলার শিক্ষা পরিদর্শকদের কাছে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষা দফতরের সূত্রে খবর, কোনও স্কুল সম্পর্কে খবর কাগজ বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কোনও খবর প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত হলে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে হবে শিক্ষা দফতরে। খারাপ বা ভাল যে খবরই প্রকাশিত হোক, তা জেলা স্কুল পরিদর্শক রিপোর্ট হিসাবে পাঠাবেন শিক্ষা দফতরের কাছে। যদিও ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শোরগোল পড়েছে শিক্ষকমহলে। তবে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য,'ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিষয়টি দেখা উচিত।' তাঁর আরও সংযোজন,'আমরা অনেক সময়েই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলের সমস্যার কথা জানতে পারি না। এই সিদ্ধান্তের ফলে সব ধরনের সমস্যাই আমাদের নজরে আসবে, আমরা প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা নিতে পারব।'

সরকারি স্কুলের আড়ালে অনুমোদনহীন বেসরকারি স্কুল চালানোর অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার: যে সরকারি স্কুলের উন্নয়নে নিজের সাংসদ তহবিল থেকে ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারীর বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা দেন সেই স্কুলকেই। এবার সেই স্কুলের আড়ালেই বেআইনিভাবে বেসরকারি স্কুল চালানোর অভিযোগ! এমনকী কার্যত অনুমোদন ছাড়াই প্রায় ১১ বছর ধরে চলছে এই বেসকরারি স্কুলটি।

এই ঘটনার জেরে স্কুলের প্রায় ২৫০ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দেশপ্রিয় পার্ক এলাকার অশ্বিনী দত্ত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল নামে সরকারি স্কুলের চত্বরেই ২০০৭ থেকে চলছে বোধিভবন কলেজিয়েট স্কুল। যেটি সম্পূর্ণ একটি বেসরকারি স্কুল। সিবিএসসি বোর্ডের অনুমোদনে এই স্কুল চলছে বলে দাবি করলেও, আদপে যে সেই দাবিও ভুয়ো, তাও সামনে আসে মঙ্গলবার। এমনকী স্কুলের

ওয়েবসাইটেও দেওয়া আছে সিবিএসসির অনুমোদনের কথা। সিবিএসসি বোর্ডের পরীক্ষার জন্য মঙ্গলবার বোধিভবন কলেজিয়েট স্কুলে রেজিস্ট্রেশন করাতে আসে ছাত্র-ছাত্রীরা। অভিযোগ,তাদের রেজিস্ট্রেশন না করিয়ে পরে খবর দেওয়া হবে বলে জানায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই সন্দেহ বাড়ে। খবর পেয়ে স্কুলে আসেন অভিভাবকেরাও। অভিযোগ, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অনুমোদন থাকলেও, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদেরও ভর্তি নেওয়া হয় ওই বেসরকারি স্কুলটিতে। অন্য স্কুল থেকে দেওয়ানো হয় নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। এতদিন আসানসোলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হত পড়ুয়াদের। তবে চলতি বছরে সরাসরি ঝাড়খন্ড থেকেই পরীক্ষায় বসতে হবে, এই ফরমানে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পড়ুয়ারা। সামনে আসে সিবিএসসি নয়, আসলে ঝাড়খন্ড বোর্ডের অনুমোদন নিয়েই চলছিল এই বেসরকারি স্কুলটি। ব্যবহার করা হচ্ছিল সরকারি স্কুল চত্বর। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়ায় কার্যত দায় এড়িয়েছেন বোধিভবন কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ কালীশঙ্কর দত্ত। তাঁর বক্তব্য,'আমাদের স্কুলের বিষয়। আমরা বুঝে নেব।' অস্বস্তিতে পড়ে তড়িঘড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। আর সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বারবার ফোন কেটে দেন।

গণতন্ত্র ফেরাতে এবার প্রতিরোধের ডাক বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার: পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলকে চাপে রাখতে এবার প্রতিরোধের ডাক দিল বিজেপি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে বিজেপির যুব মোর্চা প্রতিরোধ সংকল্প অভিযানের ডাক দিয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে বাইক র‍্যালি করবেন কর্মীরা। যেটি দিঘা থেকে শুরু হবে। শেষ হবে কোচবিহারে। আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই কর্মসূচি। চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। মূলত রাজ্যে গণতন্ত্র ফেরানোর দাবিতেই বিজেপির এই প্রতিরোধ সংকল্প অভিযান। এই কর্মসূচির কথা জানিয়ে মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি দেবজিৎ সরকার বলেন, 'রাজ্যে ৩৪ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিল বামেরা। তখনও আইন বলে কিছু ছিল না। গত ৬ বছরে তৃণমূলের জমানাতেও আইন বলে কিছু নেই, গণতন্ত্রও নেই। এসব নিয়ে এতদিন প্রতিবাদ হয়েছে। এবার আমরা প্রতিরোধের ডাক দিয়েছি আইনের শাসন ফেরানোর দাবিতে।'

লালু জেলে গেলে গৌতম দেবের জেলে যাওয়া উচিত : সুব্রত

স্টাফ রিপোর্টার: লালু জেলে গেলে গৌতম দেবের জেলে যাওয়া উচিত। আজ কেষ্টপুরে জল প্রকল্পের উদ্বোধনে এসে বললেন পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বাম আমলে কেষ্টপুর খালে বেশ কয়েকটি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। কয়েক কোটি খরচ করে খালে বোট চালানো ও কেষ্টপুর খালের জল পরিষ্কার করে পবিস্রুত পানীয় জলের প্রকল্প শুরু হয়। কিন্তু সেই প্রকল্প দিনের আলো দেখেনি কিন্তু সরকারি তহবিল থেকে নষ্ট হয় কয়েক কোটি টাকা। লালুর যদি সরকারি টাকা নয়ছয় করার জন্য জেল হয় তাহলে গৌতম দেবেরও সরকারি টাকা 'কোরাপশান' করার জন্য জেল হওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, মন্ত্রী গৌতম হাত-পা নেড়ে খুব লম্বা চওড়া কথা বলে। এখানে বলেছিল, জল দেবে। কিন্তু কোথা থেকে দেবে। কেষ্টপুর খালের জল তুলে এখানে সাধারণ মানুষকে জল দেবে বলল। তারপর কয়েক কোটি টাকা

খচর করে পানা পরিষ্কার করলেন। একদিন নৌকো চড়ে ছবিও তুললেন। তারপর কত রকম নাটক হল খাল নিয়ে। আমি তখন বলেছিলাম, করবেন না, প্রয়োজনে গঙ্গা থেকে জল তুলে আগে সল্টলেককে দিন তারপর নিউটাউন, রাজারহাট হয়ে পঞ্চায়েত এলাকা হয়ে ভাঙড়ে জল পৌঁছে দেবেন।

এদিন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে পাশে বসিয়েই কংগ্রেস ও বাম আমলে গড়ে ওঠা সল্টলেক ও নিউটাউনের মতো পরিকল্পিত শহরের ভুল পরিকল্পনার সমালোচনা করেন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পানীয় জল ও প্রয়ঃপ্রণালী পরিকল্পনা ছাড়াই যেখানে খাবারে জল নেই, প্রয়ঃপ্রণালী নেই। পৃথিবীর কোনও দেশে একটা এমন শহর পরিকল্পনার ছাড়পত্র সরকার দেয় না। যদি সেই শহরের অপরিহার্য ব্যবস্থাগুলি ঠিকঠাক না থাকে। কিন্তু রাজারহাট গোপালপুর, নিউটাউন ভাঙর অবধি খাবার জলের ব্যবস্থা নেই।

এদিন কেষ্টপুর বালিকা বিদ্যামন্দিরের মাঠে রাজারহাট গোপালপুর ও কেষ্টপুর এলাকার জন্য পরিস্রুত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এই জল প্রকল্প চালু হতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে। চালু হয়ে গেলে রাজারহাট, গোপালপুর, কেষ্টপুর নিউটাউন হয়ে ভাঙড় অবধি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে যাবে মানুষের বাড়িতে। তিনি এদিন জল প্রকল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, শুধু এখানেই নয়। আমরা রাজ্যের সমস্ত জায়গায় ভিশন ২০২০ নিয়েছি। ২০২০ সালের মধ্যে রাজ্যে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ পিছু ৭০ লিটার পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেব।

দেহব্যবসায় নামানোর অভিযোগে গ্রেফতার মহিলা

স্টাফ রিপোর্টার: নিউটাউনের বাসিন্দা এক মহিলাকে আয়ার কাজ দেওয়ার নাম করে শোভাবাজারে আটকে রেখে দেহ ব্যবসায় নামানোর চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার হল এক মহিলা। সোমবার রাতে নিউটাউন থেকে অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করে নিউটাউন থানার পুলিশ। অভিযুক্ত মহিলার নাম মনীষা হালদার।

মঙ্গলবার বারাসত আদালতে তোলা হলে মনীষাকে পুলিশ হেফজতের নির্দেশ দেন বিচারক। তার সঙ্গে আর কারা জড়িত ছিল জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের খোঁজ-তল্লাশি চালাচ্ছে নিউটাউন থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ ডিসেম্বর নিউটাউন থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি হয়। সেই মহিলাই ৭ জানুয়ারি থানার দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে জানান মণীষা হালদার নামে নিউটাউনের বাসিন্দা এক মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নির্যাতিতার একটি মেয়ে রয়েছে। সংসারের খচর টানার জন্য মনীষার কাছে ভালো কাজ খুঁজে দেওয়ার দাবি জানান। মনীষা তাকে আয়ার কাজ দেবে বলে শোভাবাজারে নিয়ে যায়। এরপর নিষিদ্ধপল্লীর একটি ঘরে তাকে আটকে রেখে অত্যাচার চালানো হয়। তাকে জোর করে দেহ ব্যবসায় নামানোর চেষ্টা করা হয়। রবিবার রাতে কোওমতে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। নিউটাউন থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। অভিযুক্ত মনীষার মোবাইলের সূত্র ধরে তার খোঁজে তল্লাশি চালায় পুলিশ।

নিউটাউন থেকে সোমবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর পুলিশ ৩৬৫ও ৩৬৭ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। মঙ্গলবার বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেন।

নবী মুম্বই পুরসভার চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল দুদিনের এডুকেশনাল ট্যুরে শহরে এসেছে। মঙ্গলবার নবী মুম্বই পুরসভার চেয়ারম্যান, চেয়ারপারসন, ডেপুটি মেয়র সহ আরও কয়েকজন প্রতিনিধি কলকাতা পুরসভাতে আসেন। পুরসভা ঘুরে দেখে মেয়রের সঙ্গেও দেখা করেন তারা। নবী মুম্বই পুরসভার ৪২ জন মহিলা প্রতিনিধি এসেছেন এই ট্যুরে। কলকাতার সায়েন্সসিটির অনুকরণে নবী মুম্বইতে এমনটা করার চিন্তাভাবনা রয়েছে বলেও জানান শুভাঙ্গী পাতিল। শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখেও অভিভূত নবী মুম্বই পুরসভার প্রতিনিধিরা।